

শানে গাউছে মাইজভান্ডার



প্রকাশক

শাহজাদা সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভান্ডারী

মোস্তাজেমে দরবার

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

শানে গাউছে মাইজভাণ্ডার SHAN-E-GOUISE MAIZBHANDER

[মাইজভাণ্ডারী সংগীত]

প্রকাশকাল : ০৫ এপ্রিল ২০০৯ ইংরেজী

২২ চৈত্র ১৪১৫ বাংলা

সর্বসত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশক

শাহজাদা সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

মোস্তাজেমে দরবার

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

রচয়িতা

আবদুল মতিন

প্রচ্ছদ ডিজাইন

মুহাম্মদ আজম

হাদিয়া : ১০.০০ (দশ) টাকা।

মুদ্রণে

তিলোত্তমা মুদ্রণালয়

৪৪/৪৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬১৩২৭২, ৬১৫২৪৮।

শানে গাউছে মাইজভাণ্ডার আরাধনা

হে মুরশীদ--

তোমার কৃপায় রচিত এই শে'র
নিবেদন করিলাম তব চরণে তোমার ।।
তোমার কৃপা ছাড়া চাওয়া নাই রে আর
জনম জনম যেন কৃপা পাই আমি তোমার ।।

--দীন হীন আবদুল মতিন

১নং

খোদার রহস্য রূপে মোস্তফা ভবে আসিল
 মোস্তফাতে খোদার রহস্যের প্রকাশ ঘটিল ।।
 মোস্তফার বক্ষে ডুব মারিল গাউছুল
 গাউছুল আজম মোস্তফার রহস্য লভিল ।।
 ময়নাজীকে গাউছুল বালেগ বলিল
 গদীতে বসাই রহস্য অর্পণ করিল ।।
 এমদাদকে ময়না যোগ্যতম ঘোষনা করিল
 গদীর মালিক সাজ্জাদানশীন মনোনীত করিল ।।
 খোদার রহস্য রসুল রসুলের রহস্য গাউছুল
 গাউছুলের রহস্য অছী অছীর হইলো এমদাদুল ।।
 অধম মতিনের বোল ওহে আশেক ভক্তকুল
 ছিররে অছী ছিররে গাউছুল মওলা শাহে এমদাদুল ।।

২নং

নুরে আল্লাহ্ নুরে রসুল নুরে অছী নুরে গাউছুল
 ত্রিভূনের নূরী জ্যোতি মওলা শাহে এমদাদুল ।।
 গাউছে পাকের অছী যিনি তাহার অছী হইয়া তুমি,
 সাজ্জাদানশীন হইলা মওলা দরবারে গাউছুল ।।
 গাউছে পাকের আজমিয়ত তোমার জাতে পাকে হইল বরকত ।
 উছিলায়ে গাউছুল আজম তুমি দরজায়ে অছীয়ে গাউছুল ।।
 নুরে মোহাম্মদী রূপে প্রকাশিলা এই ভবে
 আহাদ আহমদ তুমি তোমার মাঝে সৃষ্টির মূল ।।
 প্রভুর মর্ম তুমি জান তোমার মর্ম প্রভু জানে
 প্রভু হতে জুদা নেহী মাইজভাণ্ডার সিলসিলার মূল ।।
 দেলা ময়না গেছেন লিখে বেলায়তে মোতলাকাতে,
 দুই দেখোনা, দুই জেনো না হারাইও না কভু মূল ।।
 অধম মতিন বিনয় করি মওলা তোমার চরণে পড়ি,
 দয়া করি দাসগণে গোলামীতে করো কবুল ।।

৩নং

আদি ও অন্তে মওলা তুইরে তুই

গুপ্তে ব্যঞ্জে মওলা তুইরে তুই ।।

ও মওলারে - গোপনেতে ছিলিরে মওলা আহাদ রূপ ধরি

প্রেমাবেগে আহমদ নামে ভবেতে প্রকাশিলি ।।

ও মওলারে - নিজ সুরূতে বানাইলি বাবা আদমেরে

তার ভিতরে ঢুকে বললি সজিদা করতে তারে ।।

ও মওলারে - রসুল বলে, তাকে দেখলে হকের দেখা মিলে

আরশে তোর নামের পাশে তার নামটি লিখিলি ।।

ও মওলারে - বোগদাদেতে দেখা দিলি জিলানীর রূপ ধরি

কবর আযাব মাফ করি নিজের শান দেখাইলি ।।

ও মওলারে - আজমীর নগরে এসে খাজার বেশ নিলি

আনা সাগরের পানি বদনাতে পুরাইলি ।।

ও মওলারে - লেওয়ায়ে আহমদীর ঝাণ্ডা উড়াইলি ভাণ্ডারে

গাউছে মাইজভাণ্ডারীর মাঝে আপন রূপ প্রকাশিলি ।।

ও মওলারে - গাউছে থেকে প্রকাশিলি দেলা ময়না রূপে

শজরামূলে মতিন বলে এখন প্রকাশ এমদাদুলে ।।

৪নং

মানবে রহস্য খোদার দেখবি গেলে মাইজভাণ্ডার

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী খোদার রহস্যের ভাণ্ডার ।।

ছুরতে ইনসান মে ছিররে খোদা পয়দা হয়ে

আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী লিখেছে কছিদায় তাহার ।।

মানুষের রহস্য আমি মানুষ রহস্য আমার

হাদীছ শরীফে আছে ঘোষনা খোদার ।।

বদর যুদ্ধে ধুল ছুড়িল নিজ হাতে রসুলুল্লাহ

কোরানেতে আল্লাহ বলে সে হাত ছিল যে আমার ।।

মাইজভাণ্ডারে বদনা মারলো কোদালা পাহাড়ে গেল

বাঘের মাথায় গিয়ে পড়লো ভক্তকে তার করলো উদ্ধার ।।

জাফর আলীকে কলা দিল খেয়ে কশফ খুলে গেল

ছায়াদ উল্লাহ না বুঝিল গাউছুলের রহস্যের কারবার ।।

শজরার ধারায় মতিন বলে অছী থেকে এমদাদুলে

জারী আছে মাইজভাণ্ডারে গাউছুলের রহস্যের ভাণ্ডার ।।

৫নং

মাইজভাণ্ডার প্রেমের দরবার প্রেমিক ছাড়া বুঝবে না
 গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী বসাইছে প্রেমের কারখানা ।।
 প্রেমই সৃষ্টির মূল ফরমাইয়াছেন নবী রসুল
 প্রেম বিনে খোদার সনে মিলন কভু হবে না ।।
 মক্কা ও মদীনাতে, বোগদাদ ও আজমীরে
 আরো পাবি মাইজভাণ্ডারে খোদার প্রেমের ঠিকানা ।।
 রসুল বক্ষে ডুব মারিল প্রেম খনি লাভ করিল
 বানাইল প্রেমিক খনি হতে আহমদ উল্লাহ মওলানা ।।
 ঘইস্যা ডাইলের ফুল দিয়ে প্রেম মিলিবে তথায় গিয়া
 আমিহু কে ছেড়ে দিয়ে কদমে পড়ে দেখো না ।।
 প্রেম ধারা রাখতে জারী গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী
 ময়নারে করলো প্রেমের সোলতান দিয়া বালেগ ঘোষণা ।।
 যোগ্যতম ঘোষণা করলো এমদাদ মওলার হাতে দিল
 গদীতে বসাই দেলা ময়না প্রেম খনির চাৰিখানা ।।
 আলী রসুলের চাবি গাউছুলের হইলো অছী
 এমদাদ মওলা অছীর চাবি অধম মতিনের বর্ণনা ।।

৬নং

গাউছে মাইজভাণ্ডারী তোমার করুণার ভিখারী
 করুণার মহাসাগর তুমি গাউছে ভাণ্ডারী ।।
 খোদার আজমতের তুমি চাদরে ঢাকা
 বিশ্বকুলে তাই তোমাকে চিনতে মোরা নারি ।।
 ছুরতে ইনসান রূপে আইলা এই ভবে
 হাকীকতে তুমি খোদার রহস্যের অধিকারী ।।
 বিপ্লবে রসুল তুমি নুরে মোহাম্মদী
 তাঁহার শরাফতের ভাণ্ডার তোমাতে আছে জারী ।।
 ক্ষণেতে নাছুতে তুমি ক্ষণেতে লাভতে
 ছায়েরে মায়াপ্লার তুমি হইলা অধিকারী ।।
 গাউছে আজমীয়তের শানে পুরাইলা হাজত মকছুদ
 ময়নারে সাজ্জাদানশীন করলে রাখতে ধারা জারী ।।
 সাজ্জাদানশীন হইলো এমদাদ ময়নার ঘোষণাতে
 মনোনীত সাজ্জাদানশীনে কয় মতিনে থাকবে যে জারী ।।

৭নং

চলো গো প্রেম সাগরে ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডারে
 প্রেম খেলা খেলছে সেথা নুরে আলম গাউছে ধনে ।।
 প্রেমই সৃষ্টির সার প্রেম ছাড়া সবই অসার
 গুণ থেকে ব্যক্ত হলো খোদাতায়ালা প্রেম কারনে ।।
 খোদাকে মুছা দেখতে চাইলো তুর পাহাড়ে মূর্ছা গেল
 আল্লাহ তায়ালা প্রেম কারনে রসুলকে ডাকলো তাহার সামনে ।।
 অলী আল্লাহর হইলো মানে আল্লাহর বন্ধু নাওরে জেনে
 হইলে প্রেম তাদের সনে হইবে তাহা খোদার সনে ।।
 গদী দিল ময়নাজীরে গাউছে পাকে প্রেম কারনে
 পাইলো তাহা এমদাদুলে অছীর সাথে তেকারনে ।।
 প্রেম সাধনা সফল হবে তুমি আমি এক হলে
 মুরশীদে ফানা হতে এই কথাটি রেখো মনে ।।
 ফানা করে তোমার মাঝে লগোগো মুরশীদ এমদাদ ধনে
 রাতুল চরণে পড়ে বিনয় করে দাস মতিনে ।।

৮নং

তৌহিদের কাণারী গাউছে মাইজভাণ্ডার
 উড়াইলা তৌহিদের নিশান মাইজভাণ্ডার দরবার ।।
 খোদার নুরে নুরায়িত বদন তোমার
 ক্ষণে উদয় আরবেতে ক্ষণে মাইজভাণ্ডার ।।
 বেলায়তে ওজমা তাজের তুমি দাবীদার
 রসুল করিম অর্পণ করলেন শিরেতে তোমার ।।
 গাউছুল আযম দাবী করলা আইসা মাইজভাণ্ডার
 তামাম জাঁহান হইলো তোমার তাবেদার ।।
 অলী কুতুব বানাইলা পরশে তোমার
 যে তোমায় স্মরণ করলো সেই হলো উদ্ধার ।।
 মানব আকারে তুমি রহস্য খোদার
 সেই রহস্যের ভাণ্ডার পেলো ময়না যে তোমার ।।
 শজরা মূলে এমদাদুলে পাইলো সেই ভাণ্ডার
 মতিন বলে শজরা ছাড়া উপায় নেই পাওয়ার ।।

৯নং

এসো গো প্রেমিকগণ প্রেমেরি দরবার
 প্রেমের মহাসাগর গাউছে মাইজভাগর ।।
 খোদায়ী প্রেম সুধা মিলবে তোমার তথায় গিয়া
 চরণতলে সঁপে দিলে আপন স্বভার ।।
 বই খাতা কলম ছাড়া দিলে দিচ্ছেন প্রেমের পড়া
 তেলোয়াতে অজুদ উসুলে ছাব্বা ছবক তাহার ।।
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে জান তিন ভাবে
 দেলা ময়নার মটোখানি পড়ো বারেবার ।।
 মটো হতে শিক্ষা নিলে সাদা দিলের মানুষ হবে
 প্রেম শিখা জ্বলতে থাকবে কুলবে তোমার ।।
 ঈমান ছাড়া এত্তেবা না এত্তেবা ছাড়া মোত্তাবেয়ীন না
 এমদাদ মওলার কালামখানা উসুল সাধনার ।।
 অহী ও গাউছুলের বেশে শিক্ষা দিচ্ছেন এমদাদুলে
 মতিন বলে সাধন হবে দামন ধরলে তার ।।

১০নং

এসো এসো প্রেম খেলিতে গাউছে পাকের প্রেম কাননে
 লাহুতী প্রেমের খেলা শিখাইতেছে গাউছে ধনে ।।
 রসুলকে যে ভালবাসে খোদাকে সে ভালবাসে
 হাদীছ শরীফে আছে বলিয়াছে নিরঞ্জনে ।।
 অলী আল্লাহ আছেন যারা নায়েবে রসুল তারা
 তাদের সনে প্রেম করিলে হবে যে রসুলের সনে ।।
 মুরশীদ মাঝে রসুলের নুর রসুল মাঝে খোদার নুর
 সে নুর তুমি দেখতে পাবে ফানা হলে মুরশীদ সনে ।।
 প্রেম শিখিতে সেই কাননে টাকা কড়ি নাহি লাগে
 আপন সত্তা বিকিয়ে দিলে হবে গাউছের পাক চরণে ।।
 সিনায় সিনায় প্রেমের পড়া ভাগুরীর শিক্ষার ধারা
 রুহী ওয়ারেছ রূপে এখন পড়ায় এমদাদ মওলা ধনে ।।
 হীন দাস মতিন বলে শোন আশেক ভক্ত জনে
 খোদায়ী প্রেম সাধনে এসো সবাই সেই কাননে ।।

১১নং

পার করে দয়াল ভাণ্ডারী

তুমি ভবের পারের কাণ্ডারী ।।

তোমার করুণার আশে ধরলাম চরণতরী

ভব নদী পার করে দাও তরীতে তুলিরে ।।

গাউছুল আজম আঁ শাহে মাইজভাণ্ডারী লকবধারী

আহমদী উম্মতের চেরাগ রূপে লইও উদ্ধারিবে ।।

হোমা পাখীর যেমন ছায়া তেমন তোমার মায়া

মায়ার বাঁধনে বাঁধি রাখিও জনম ভরি রে ।।

বেলায়তী ঝাণ্ডা তুমি উড়াইবে হাশরে

ঝাণ্ডার নীচে আশ্রয় দিও একটু দয়া করি রে ।।

রসুলের দরজা আলী তোমার অছী

অছীর দরজা হইলা এমদাদ মওলা ভাণ্ডারী রে ।।

শজরর ধারা মূলে মতিন বিনয় করি

এমদাদ মওলার দামন ধরলে করাবে পার ভাণ্ডারী রে ।।

১২নং

দেলা ময়না গাউছুলের রহী ওয়ারেছ রে

হাকীকতে তুমি গাউছুল আজম রে ।।

ও ময়নারে

গাউছে পাকের শরাফতের ভাণ্ডার তোমার মাঝে রে ।।

এলমে লদুন ওয়দাতুল অজুদ তোমার সত্তায় আছে মজুদ

ফজিলতে রব্বানীর অধিকারী,

ও ময়নারে

বিশ্ববাসী তোমার ফজিলত কামনা করে রে ।।

গাউছে পাকের বেলায়ত তোমার জাতে আছে বরকত

তুমি তান অছী হইলারে,

ও ময়নারে

অছীয়ে গাউছুল আজম লকব ভবেতে তোমার রে ।।

গাউছে পাকের পাশে বসে তান হাতে সরবত খাইলে

গাউছিয়তের শান পাইলারে,

ও ময়নারে

ভবে যত পাপী তাপী উদ্ধারিলারে ।।

হযরতে বালেগ কইলো নিজ গদীতে বসাইলো
সাজ্জাদানশীন তোমায় করলো রে,

ও ময়নারে

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম লকব তোমার রে ।।

এমদাদুলকে গদী দিলা হজরতের শাল পড়াইলা
রুহী ওয়ারেছ তোমার করলা রে,

ও ময়নারে

মতিন বলে এমদাদুলের মাঝে অছী ও গাউছুল রে ।।

১৩নং

কি গাহিব শান তোমার	মওলা শাহে দেলাওর,
অছীয়ে গাউছুল আজম	এই ভবেতে লকব তোমার ।।
আয়নায়ে গাউছুল আজম তুমি	রুহী ওয়ারেছ তুমি,
খাদেমুল ফোকরা নামে	ভবেতে পরিচয় তোমার ।।
সোলতানে গাউছুল আজম তুমি	নবাবে গাউছুল আজম তুমি,
ময়নায়ে গাউছুল আজম	গাউছে পাকের শানের ভাণ্ডার ।।
নুরে গাউছুল আজম তুমি	রুহে গাউছুল আজম তুমি,
জাতে ও সিফতে তুমি	গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডার ।।
গাউছে পাকের জাতে মিশে	ওয়ে আছ বাগে হোসাইনীতে,
এক ছাড়া দুই না ভাবিতে	আছে ঘোষণা তোমার ।।
তোমার শানে নত শিরে	গোলাম মতিন বিনয় করে,
শাহে এমদাদুলকে রেখে গেলে	ভবেতে দরজা তোমার ।।

১৪নং

ময়না কি শান দেখাইলা কি রূপ ফুটাইলা
গাউছে ধনের নুরী শানে জগত মজাইলা ।।
শাহে দেলাওর নামটি তোমার সেনাপতি মানে যাহার
নফসের সনে জিকির করতে লা ইলাহা জিকির দিলা ।।
গাউছে পাকের রূপটি ধরি দোয়ার মেহরাবে বসি
আল্লাহর ফকির তৈরি করি খাদেমুল ফোকরা লকব নিলা ।।

হযরতের গাউছিয়তের শান রাখিলে না তুমি গোপন
 তান অছী রূপে ভবেতে প্রকাশ করে দিলা ।।
 দুই নয় এক ঘোষণা দিয়া ২রা মাঘ বেছে নিয়া
 হযরতের জাতে মিশে বাগে হোসাইনীতে লুকাইলা ।।
 গাউছের মান উঠ রাখতে নিষেধ করলা মাজার করতে
 তান মহিমা প্রচার করতে আনজুমান করে গেলা ।।
 হীন মতিন বয়ান করে গাউছিয়ত জারী রাখতে
 এমদাদুলকে গদী দিয়ে আনজুমানের ভার দিয়া গেলা ।।

১৫নং

এমদাদ মওলানা
 কোন সাধনা পাবো বলো না
 সাধনের কায়দা কানুন (২)
 অধমের নাই জানা ।।
 আল্লাহ রসুল অছী গাউছুল সব সাধনের তুমি মূল
 তোমার দামান হইলো সাধনার মূল উসূল
 সাধন করিলে তোমায় (২)
 এক ছাড়া দুই দেখবে না ।।
 মুরশীদে হাকিকী কাবা বেকুবেরা বুঝে না
 না বুঝিয়া না চিনিয়া আনুগত্য করে না
 কামেলেতে খোদা বিরাজ (২)
 বলছে রুমী মওলানা ।।
 তোমায় সাধন যে করিবে কশফ তার খুলে যাবে
 আলমে নাছুত থেকে লাহুতে সব দেখতে পাবে
 লেওয়ায়ে আহমদীর নীচে (২)
 হাশরে তার ঠিকানা ।।
 গাউছে পাকের তরিকাতে বায়াতের শর্তমতে
 আমলে সফল হবে তোমার সাধনার পথে
 ইনসানে কামেল হবে (২)
 নেইরে কোন ভাবনা ।।
 মতিনের এই মিনতি দয়াল এমদাদ মওলাজী
 তোমার চরণ সাধন করতে দয়া করো একটু করি
 তোমার চরণ ছাড়া (২)
 অন্য কিছু চাহি না ।।

১৬নং

আমি কি বর্ণিব শান

সব বর্ণনার উর্ধে আমার এমদাদ মওলাজান ।।

গাউছুলের গাউছিয়ত জারী তান শজরার অধিকারী

বেলায়তী মর্তবা ময়না অর্পণ করে যান ।।

ক্ষণে থাকে ছলুকেতে ক্ষণেতে জজ্বা হালে

নাছুতে লাহুতে তিনি সদায় বিরাজমান ।।

শরীয়তের পায়বন্দ তিনি তরিকতের অধিপতি

হাকীকতে মারফতে তান পূর্ণ অবস্থান ।।

খোদার সনে দেয়া নেয়া তাহার দেখা পাওয়া

নূরে মোহাম্মদীর ধারা তানেতে জারী বর্তমান ।।

গাউছে পাকের আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে বিশ্বজুড়ে

সংস্কার করেন সাধন অছীর নির্দেশে আনজুমান ।।

যোগ্যতম ঘোষণা দিয়ে তান গদীতে বসাইয়ে

শাল পড়াইয়ে ময়না তানে রুহী ওয়ারেছ করে যান ।।

অছী গাউছের দেখা পাবে রসুল আল্লাহর মিলন হবে

মতিনে বলে ধরিলে এমদাদ মওলার দামান ।।

১৭নং

ধরিয়াছি চরণ তোমার দয়াল এমদাদ মওলানা

চরণধুলি করে মোরে পুরাও মনের বাসনা ।।

ইমাম গাজ্জালী বলে মুরশীদ চরণধুলি হলে

খোদার দীদার নসীব হবে সার বুঝেছি ও মনা ।।

মুরশীদেদরী চরণতলে সবকিছু সঁপে দিলে

তাহার আদেশ মেনে চললে দোজাহানে ঠেকবে না ।।

নফসের জালে হইয়া বন্দী চরণ ধুলা হইতে নারি

বিনে মুরশীদ মেহেরবাণী মুক্তি কভু হবে না ।।

দেলা ময়নায় আছে তুমি গাউছে পাকে বিরাজ তুমি

তোমার মাঝে আছে মানি আল্লাহ রসুলের ঠিকানা ।।

চরণ ধুলা হইলে তোমার হাশরে ভয় থাকবে না আর

নাচিব গাহিব তথায় ধরি তোমার দামনখানা ।।

অধম মতিন ফরিয়াদী হইতে তোমার চরণ ধুলি

কৃপা করো ও মওলাজী কবুল করো মোর প্রার্থনা ।।

১৮নং

আহমদী নুরে ভবে ফুটলো মোহাম্মদী ফুল
 সৃষ্টির সেরা সে ফুল অছী ও গাউছুলের মূল ।।
 মক্কা ও মদীনার ফুল বোগদাদ ও আজমীরের ফুল
 মাইজভাণ্ডারে ফুটলো রূপে মওলা শাহে এমদাদুল ।।
 শরীয়ত আর তরীকতের ফুল হাকীকত আর মাযারেফাতের ফুল
 সে ফুলে আছে কাদেয়ীয়া মাইজভাণ্ডারী তরিকা মূল ।।
 কলবে নুরের রোশনাই ফুটেবে জ্ঞান চক্ষু যাবে খুলে
 ইনসানে কামেলের পথ পাবে করিলে তরিকা কবুল ।।
 রসুলের হাত আল্লাহর হাত অছীর গাউছুলের হাত
 অছীর রুহী ওয়ারেছ রূপে তাহার হাত এমদাদুল ।।
 গাছেতে থাকে ফলের মূল বীচিতে গাছের মূল
 অছী গাউছুল এমদাদুল জুদা ভেবে করো না ভুল ।।
 শজরামূলে মতিন বলে এমদাদ মওলার হাত ধরিলে
 হাকীকতে তোমার হাত ধরিবে আল্লাহ রসুল অছী গাউছুল ।।

১৯নং

মওলা শাহে এমদাদুল খোদার নুরী জাতের ফুল
 আহলে বায়াত তুমি আওলাদে রসুল ।।
 মওলা শাহে এমদাদুল এশকে এলাহীর ফুল
 আরশে মহল্লাতে বিরাজ রূপে ত্রিজগতের মূল ।।
 মওলা শাহে এমদাদুল নুরে আল্লাহ নুরে রসুল
 তোমাতে বিরাজ আছে হাকীকতের মূল ।।
 মওলা শাহে এমদাদুল খোদার রহস্যের মূল
 আহমদী উম্মতের চেরাগ তুমি নায়েবে রসুল ।।
 মওলা শাহে এমদাদুল রসুলের বেলায়ত জারীর মূল
 বেলায়তী ওজমা গুনে বানাইলা অলী কুতুব কুল ।।
 মওলা শাহে এমদাদুল গাউছীয়ত জারীর মূল
 গাউছীয়তের তছরুপাতে উদ্ধারিলা বিশ্বকুল ।।
 মওলা শাহে এমদাদুল অছী ও গাউছুলের মূল
 তোমার দীদারে পাবে অছী ও গাউছুল ।।
 মওলা শাহে এমদাদুল আদি ও অন্তের মূল
 অধম মতিনের বিনয় মোদের করগো কবুল ।।

২০নং

আহারে এমদাদ মওলা প্রেমে জগত মজাইলা
 প্রেমডোরে বাঁধি মোরে করিলা আলাভোলা ।।
 জাত ও মান কূল ছাড়িলাম ইষ্টমিত্র সব হারালাম
 মনমোহনী হাসি দিয়া দিওয়ানা বানাইলা ।।
 শয়নেতে স্বপনেতে দিবানিশি জাগরনে
 মন চাহে সদায় খেলতে তোমার সনে প্রেম খেলা ।।
 ঘইস্যা ডাইলের ফুল দিয়ে বিনে সুতার মালা লিয়ে
 ঘুরি তোমার প্রেম গলিতে পরাইতে প্রেমমালা ।।
 কামীনি কুলীনী ছিলাম তোমার প্রেমে সব হারালাম
 যদি তব না পাই মন কাটারীতে কাটবো গলা ।।
 মুরশীদ সনে প্রেম হইলে আল্লাহ রসুল সবাই মিলে
 জ্ঞানী গুণীর কালামেতে এই কথাটি আছে বলা ।।
 প্রেমে তোমার ফানা করে কবুল করো মতিনেরে
 দয়াল এমদাদ মুরশীদ মওলা আর সহে না প্রেম জ্বালা ।।

২১নং

পীর কামেল মওলা শাহে এমদাদুল
 তোমার মাঝে বিরাজ করে অছী ও গাউছুল,
 ভাণ্ডারীর গাউছিয়ত জারীর তুমি হইলা মুল ।।
 দুই দেখোনা দুই ভেবোনা দেলা ময়নার বোল
 হাকীকতে তুমি অছী তুমি যে গাউছুল,
 তোমায় পেলে পাওয়া হবে আল্লাহ ও রসুল ।।
 অবয়বে তুমি হইলা নুরেরী পুতুল
 তোমার নুরের খোশবু পেতে পাগল বিশ্বকুল,
 ভাণ্ডারীর সিংহাসনে বসি বানাও নুরের ফুল ।।
 শজরা ছাড়া পীর ধরা মস্ত বড় ভুল
 সাধন ভজন বৃথা যাবে হারায়ে দুই কুল,
 সজরা জেনে পীর ধরিও ওহে মানবকুল ।।
 গাউছে পাকের সজরাধারী শাহে এমদাদুল
 তাহার হাতে বায়াত নিলে পাবে অছী ও গাউছুল,
 অধম মতিনে বলে ওহে আশেক ভক্তকুল ।।

তুমি কবে আমার হবে রে (মুরশিদ), আমি হবো তোমার
 তোমার সনে ঘর বাঁধিব কলবের ভিতরে রে ।।
 আউলিয়ার কলব হইল খোদার আস্তানা
 সেই রূপেতে ভবে আইল, মুরশিদ এমদাদ মওলারে ।।
 হাকীকতে আল্লাহ রসুল, অছী ও গাউছুল
 দুই দেখনা দুই ভাবনা, সবই এমদাদুল রে ।।
 স্বর্গ সুখ হুর গেলমান, আমি নাহি চাই
 একটাই শুধু চাওয়া আমার, ফানাফিশ শায়খ হওয়ারে ।।
 ফানাফিশ শায়খ হলে, ফানাফির রসুল
 ফানাফিল্লা হয়ে যেতে, আর থাকে না দূর রে ।।
 সাধনের কায়দা কানুন অধম নাহি জানি
 তুমি মোরে করবা কবুল দিল ঈমানে মানিরে ।।
 মতিনের এই মিনতি, দয়াল এমদাদ মওলাজী
 জনম জনম চরণে তোমার, অধমেরে রাখরে ।।

২২নং

আমার মুরশীদ মওলা এমদাদুল আওলাদে রসুল
 ভাণ্ডারীর নুর বাগিচায় আজব রংয়ের ফুল ।।
 ফুলের রং দেখতে চাইলে অন্তঃচক্ষু খুলতে হবে
 খোলার কায়দা শিখাইতে ভাণ্ডারী খুলছে কুল ।।
 সেই স্কুলের শিক্ষা ধারা বরজখ ধ্যানে জিকির করা
 মুরশীদের বরজখে আছে নুরে আল্লাহ নুরে রসুল ।।
 কলবের ময়লা সাফ হইলে মুরশীদ বরজক কায়েম হবে
 পূত পবিত্র জায়গা বিনে বসে না সে মূল ।।
 দুই শাখা স্কুলে আছে আনজুমান আর খানকা নামে
 অছীর নির্দেশে জারী রাখছে মুরশীদ এমদাদুল ।।
 আমিত্বকে ধ্বংস করে এসোরে ভাই সে স্কুলে
 বায়াতের শর্ত মানতে না করিও ভুল ।।
 অধম মতিন বলে এমদাদুলের দামানে এলে
 তিনি তোমায় সাফ করিবেন খাওয়ায় সরবতে গাউছুল ।।

২৩নং

প্রেমেরি অনলে মরিলাম জ্বলে পুড়ে
 মিনতি করিগো মওলা কবুল করোরে ।।
 তোমার প্রেম তাড়না আগে না ছিল জানা
 অন্তর পুড়ে অংগার হইল রে
 নুরের চাহনী হেরে দীদার দিও মোরে
 জুড়িয়ে দাও আমার অন্তঃজ্বালারে ।।
 তুমি আছ আমার মাঝে আমি তোমায় দেখি না রে
 চোখ থাকিতে অন্ধ আমি হইলাম রে
 অন্তঃচক্ষু আমার দাওগো খুলে তুমি
 তোমায় যেনো দেখতে পারি নয়ন ভরে ।।
 হাদীস শরীফে বলে খোদার সনে বসতে চাইলে
 আউলিয়ার বৈঠকে বসোরে
 তোমার প্রেম কাননে সে আশায় ঘুরি রে
 চরণ তলে দয়া করে ঠাই দিওরে ।।
 গাউছের প্রেমের বাঁশী নিপুণ হাতে বাজাও তুমি
 ভাঙরীর সিংহাসনে বসি রে
 ছয় ঘাটের বাঁশীর সুরে উদাস করলা মোরে
 তোমার গলিতে বসি কান্দিলে ।।
 অধম মতিন বিনয় করে দয়াল এমদাদ মওলাজীরে
 তোমার প্রেম ভিক্ষা দাওগো আমারে
 রাজাধিরাজ তুমি আমি প্রেম ভিখারী
 দয়া করে আরজী আমার কবুল করবে ।।

২৪নং

তুমি কি আমার মালিক নও (মুরশীদ)
 হলে যদি আমায় তোমার গোলাম করে নাও ।।
 যখন আমি বায়াত নিলাম সর্বসত্তা বিক্রি করলাম
 তখন হতে তুমি কি মোর মালিক নাহি হও ।।
 সদায় তোমার ভজন করি তোমার ভাবে দিন গুজারি
 তবু কেন আমা হতে দূরে সরে রও ।।

স্বর্ণ সুখের আশা নাই নরকের ভয় নাই
 শুধুই গোলামী মাগি একটু নজর দাও ।।
 ইমাম গাজ্জালী বলে খোদার সাথে মিশাতে হলে
 চিরতরে মুরশীদেবী চরণধূলা হও ।।
 মুরশীদ আমার এমদাদুল রুহী ওয়ারেছে অছীয়ে গাউছুল
 পীরে ফাযাল তিনি সজরা দেখে নাও ।।
 হীন মতিন বিনয় করি এমদাদ মওলা মাইজভাগুরী
 তোমার গোলামীতে মোরে কবুল করে নাও ।।

২৫নং

আমি না চিনিলাম মুরশীদ কেমন ধন রে
 হেলায় হেলায় দিন কাটাইলাম না করলাম সাধন রে ।।
 কামেলের মাঝে থাকে খোদা বিদ্যমান
 মসনবীতে বলে সেথায় আনুগত্যের স্থান রে ।।
 মুরশীদ রাজী হইলে পরে আল্লাহ রসুল হয়
 মরেও অমর হবি করলে সে সাধন রে ।।
 দরবেশের ভালবাসা বেহেশতের চাবি
 কুমী বলে বিরোধ করলে কঠিন শাস্তি পাবি রে ।।
 ভবের মায়ায় পড়ি না চিনিলাম আপন
 মুরশীদ বিনে ত্রিভুবনে নাই কেহ আপন রে ।।
 ফকির হইলো ঐ জনা যা বলে তা হয়
 গাউছুল আজম মাইজভাগুরী তাদের সর্দার হন রে ।।
 শজরার ধরায় সেই মর্তবা পাইল এমদাদুলে
 মতিন বলে সফল হবি ধরলে তার দামন রে ।।

২৬নং

দয়াল মুরশীদ আমার কোন সাধনে পাবো তোমারে
 তোমায় পাওয়ার আশে রাতে দিনে ঘুরি তোমার গলিতে ।।
 তোমার ভালবাসার আশে পড়ে আছি চরণতলে গো
 যেমন চাতক পাখী আকাশ পানে তাকায় জলের আশেতে ।।
 মজনু বলে সব ছাড়িলাম লাইলীর প্রেমে অটল রইলাম গো
 তোমার প্রেমের টানে সবই ছেড়ে আইলাম তোমার গলিতে ।।

তুমি তো লাহূতের বাসী আমি নাছুতে থাকি গো
তোমার দয়া ছাড়া কেমনে যাবো তোমার নূরী দেশেতে ।।
মসনবীতে রুমী বলে শামস তিনি জুদা নহে গো
তোমার সনে আমি কবে পারিব যে এক হতে ।।
নামটি এমদাদুল হক সত্যের মদদগার মানে গো
মতিন তোমার মদদ মাগে সত্যের কাছে পৌছিতে ।।

২৭নং

ভব নদী পার হইতে দিয়েছি সাঁতার
পার করাবে মুরশীদ মোরে ঈমান আমার ।।
নফসের হাংগর কুমির কিছুই করতে পারবে না মোর
সদা আমি ধ্যানে থাকি বরজখ তোমার ।।
নফসের সনে জেহাদ করা সর্ব জেহাদের সেরা
জেহাদে আকবর বলছেন রসূল ঘোষনায় তাঁহার ।।
জেহাদে সফল হতে হলে দক্ষ কান্ডারী লাগে
সে কাণ্ডারী হলো মুরশীদ তোমার ।।
নফসে হাওয়ানী দমন হবে ছেফাতে হুসনা প্রকাশ পাবে
মুরশীদ বরজখ ধ্যানে হবে সফল সাধনার ।।
কায়দা বিনে করলে সাধন বিফল হবে সব আরাধন
উত্তম কায়দা দিয়ে গেছেন গাউছে মাইজভাণ্ডার ।।
দীন হীন মতিনে বলে কায়দা কানুন শিখতে চাইলে
এসো ভাই দামান তলে এমদাদ মওলার ।।

২৮নং

এমদাদ মওলাজী আমরা তোমার দয়ার ভিখারী
তুমি না করলে দয়া যাবো মোরা কার বাড়ী ।।
কর বা না কর তুমি যাবো না তোমায় ছাড়ি
ইহকাল পরকালের তুমি মোদের কাণ্ডারী ।।
রহমান রহীম গুণে লওগো মোদের উদ্ধারি
তোমারে যে স্মরণ করে উদ্ধার কর তুমি তারে
মুশকিল কোশা রূপে বাড়াও হাত তার দিকে
তাইতো মোরা হরদমেতে তোমারে স্মরণ করি ।।

পাপী তপী উদ্ধারিতে আছে তোমার দয়ার বাণী
 এক হাত আগাইলে মোরা দশ হাত আগাও তুমি
 তোমার মত দয়াল বন্ধু নাইরে ত্রিজগত ভরি।।
 খোদার দয়ার ভাণ্ডার রসুল থেকে গাউছে ধন
 এমদাদুলের হাতে করলো তান অছী তা অর্পণ
 দয়া ভিক্ষা দাওগো মোদের হীন মতিন আরজ করি।।

২৯নং

মুরশীদ মওলা বাঁশীর সুরে পাগল করিল
 লাহুতী নূরের বাঁশী ভাণ্ডারে বসে বাজাইলো।।
 মোহনী মধুর সুরে বাজায় বাঁশী নিপুন হাতে
 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বোলে মোহন বাঁশী বাজিল।।
 বাঁশীর এমন লয় নর নারী ঘরে না রয়
 জ্বানী গুনী মত্ত হয়ে ভাণ্ডারে ছুটে আসিল।।
 ছয় ঘাটের মোহন বাঁশী সুর ছড়াল জগত জুড়ি
 সুরের টানে আল্লাহ রবে জগতবাসী নাচিল।।
 খোদায়ী একটি জজবা দুই জাহানের ইবাদতের সেরা
 বাঁশী শুনে জজবা হালে জীন ইনসান অজদ করিল।।
 মুরশীদ আমার এমদাদুল জাতে অছী ও গাউছুল
 অছীর ঘোষণায় বাঁশী হাতে তান গদীতে বসিল।।
 দীন হীন মতিনে বলে শোন আশেক ভক্তকুলে
 ভাণ্ডারীর সুরেতে বাঁশী এমদাদ মওলা বাজাইলো।।

৩০নং

কেন বুজলি নারে মন কেন ভাবলি নারে মন
 তোর জীবনে মুরশীদ মওলা অমূল্য রতন।।
 খোদাকে পাওয়ার পথে উছিলা তালাশ করতে হবে
 মুরশীদ উছিলা জানো পাইতে খোদার দরশন।।
 মান আরাফা নফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু
 বুঝিতে চিনিতে ধর মুরশীদের দামান।।
 নফছকে জবাই করতে হলে পীরের ছায়ার দরকার পড়ে
 মসনবীতে লিখিয়াছেন মওলানা রুমী ধন।।

বায়াত ছাড়া মরণ যার মূর্ততার মৃত্যু তার
 এই মর্মে হাদীছেতে আছে বর্ণনা ।।
 পীর ছাড়া পীর ধর্মীয় বাঁধন হারা ফকির
 মূল তত্ত্বে দেলা ময়নার পড় রে লিখন ।।
 শজরা মূলে মতিন বলে গাউছল ও অছীর পরে
 পীরে ফায়াল জানো এমদাদ মওলা ধন ।।

৩১নং

মওলাজী কর ক্ষমা বিতরণ (২)
 তোমার ক্ষমা বিনে মোদের জীয়েন্তে মরণ ।।
 তুমি না করিলে ক্ষমা যাবো মোরা কার দরজা
 ক্ষমা পাওয়ার আশে ধরেছি শ্রীচরণ ।।
 নফসের মায়ায় পড়ি পাপ করিলাম জীবন ভরি
 সময় থাকতে নাহি করি তোমার সাধন ভজন ।।
 খোদার বন্ধু তুমি রহমানী গুণে গুণী
 মুশকিল কোশা রূপে ভবেতে আগমন ।।
 নায়েবে রসুল তুমি তান সর্বগুণের অধিকারী
 তুমি করিলে ক্ষমা করিবে নিরঞ্জন ।।
 রসুলের শাফায়াত পাবে দীদারে এলাহী নসীব হবে
 ক্ষমা যদি কর তুমি মুরশীদ মওলা ধন ।।
 অছীর রুহী ওয়ারেছ হয়ে তাহার গদীতে বসে
 খোদার গাউছের ক্ষমতার ভাণ্ডার করেছো অর্জন ।।
 স্বর্গ সুখ নাহি চাহি শুধুই তোমার ক্ষমা মাগি
 কবুল করে এমদাদ মওলা হীন মতিনের আবেদন ।।

৩২নং

(ভোলা মন) মওলারে খুঁজিস তুই কোথায়
 নৈরাকার আকার ধরে বিরাজ ধরায় ।।
 নিজ সুরতে আদমেরে বানাই পাঠায় ধরার মাঝে
 তল্লাশী করে দেখ মওলা যে তথায় ।।
 সগু আকাশ সগু জমিন খুঁজে পাবে না দরশন
 মোমিনের কলবেতে বসে আছে মহাশয় ।।

ওয়া ফি আনফুছিকুম আফালা তুবছিরুন
 কোরানের বাণী মতে মওলার ঠিকানা পাওয়া যায় ।।
 মান আরাফা নাফসাহ ফাকাদ অরাফা রাব্বুহ
 হাদীছের মর্ম কথায় মওলার পরিচয় পাওয়া যায় ।।
 কামেলের আনুগত্য করলে মওলারে পাওয়া যাবে
 রুমী গুণী মসনবীর বর্ণনায় পাওয়া যায় ।।
 শজরা মূলে মতিন বলে সাজ্জাদানশীন এমদাদুলে
 মওলার পরিচয় পাবে এলে তান দামান তলায় ।।

৩৩নং

কে বাজাইগো মোহন বাঁশী - কোন সে মহাজন
 আমার হরে নিল প্রাণ - আমার লুটে নিল মন ।।
 লাহুতী প্রেমের বাঁশী - মাইজভাণ্ডারে বাজায় বসি
 রুহী ওয়ারেছে অছী এমদাদ মওলাধন ।।
 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বোলে বাজায় বাঁশী আপন হালে
 মজে গেলো সেই বোলেতে ফকির সাধুগণ ।।
 বাঁশীর মোহনী তালে আল্লাহ আল্লাহ জিকির তোলে
 নাচতে থাকে জজবা হালে হারায় প্রাণ ও মন ।।
 বাঁশীর বোল যে শুনবে ভবের মায়া ত্যাগ করিবে
 নফস থেকে মুক্ত হয়ে হবে সাধু ও সজ্জন ।।
 রুহানী বাঁশীর টানে ঘইস্যা ডাইলের ফুল হাতে
 অধম মতিনে কান্দে ভজতে এমদাদ মওলার চরণ ।।

৩৪নং

দেখে যাও গাউছিয়তের শান (২)
 মাইজভাণ্ডারে জারী রাখছে এমদাদ মওলাজান ।।
 উঠিল নুরের রবি ফুটিল পূর্ণিমার শশী
 ফেরেশতারা নেচে গেয়ে তার আগমন জানান ।।
 অছীর দরজা তিনি গাউছুলের উছিলা তিনি
 ময়নাজী করলেন তানে গাউছিয়ত সরকারের প্রধান ।।
 রুহী ওয়ারেছ রূপে দোয়ার মেহেরাবে বসে
 গোপন ইশারায় তিনি গাউছিয়তের সরবত খাওয়ান ।।

নামটি তান এমদাদ মওলা মদদ করনে ওয়ালা
 লেওয়ায়ে আহমদীর ছায়ায় নিবে ধরিলে দামান ।।
 রুহী তওয়াজ্জো দিয়ে দিলের ময়লা সাফ করে
 সেকান্দরী আয়না তিনি আশেকের কলবে বসান ।।
 তান চরণে যে জন যাবে গাউছিয়তের সরবত খাবে
 জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে অধম মতিনের বয়ান ।।

৩৫নং

গাউছে পাকের প্রেম দরিয়ায় প্রেমের কিস্তি ভেসে যায়
 সেই কিস্তি উঠলে পরে দুই কুল তুরিয়া যায় ।।
 তাহার আহল হইলো যারা সেই কিস্তিতে উঠবে তারা
 বিনে আহল হওয়া ছাড়া কিস্তিতে নাহি উঠা যায় ।।
 নূহ নবী তার কিস্তিতে কোনানকে উঠাইতে চাইলে
 আল্লাহ বলে কেমনে তুলবে সে যে তোমার আহল নয় ।।
 বেলায়তে মোতলাকাতে দেলা ময়না লিখিয়াছে
 পিতার চিন্তাধারা না মানিলে আহল নাহি হওয়া যায় ।।
 নফসের শয়তান দূর হইবে সাদা দিলের মানুষ হবে
 গাউছের আদর্শ মেনে যদি আহল হওয়া যায় ।।
 গাউছে পাকের আহল যারা অলী কুতুব হইছে তারা
 হযরত কেবলার আদর্শকে বিশ্বজুড়ে দিছে ছড়ায় ।।
 শজরার ধারার মূলে কিস্তি পাইল এমদাদুলে
 মতিন বলে আহল হতে তান দামান তলে আয়রে আয় ।।

৩৬নং

আমার এমদাদ মওলা জান গাউছিয়ত সরকারের প্রধান
 মনোনীত সাজ্জাদানশীন ময়না করে যান ।।
 অরুপ রূপের খুবী ফুটিল নুরের রবি
 অমৃত মধুর হাসি পূর্ণ মাসীর চাঁদ ।।
 বদনে নুরের ছটা ছড়ায় সদা নুরের আভা
 নুরের চাহনী হেরে হরে নেয় রে প্রাণ ।।
 নুরের হাসি যে দেখেছে ভবের মায়া সে ছেড়েছে
 ছুটে এসেছে ছাড়ি জাতী কূল ও মান ।।

যুগের ইমাম না চিনিয়া যদি কেহ যায় চলিয়া
 মূর্খতার মৃত্যু হবে হাদীছে আছে বয়ান ।।
 শরীয়ত আর তরীকত হাকীকত আর মায়ারেফাত
 ঈমান এনে আমল করলে হবে যে সাধন ।।
 অধম মতিন বিনয় করি দয়াল এমদাদ মাইজভাণ্ডারী
 গাউছে পাকের সরবত মোদের করাইয়া দাও পান ।।

৩৭নং

ভিক্ষা চাই ভিক্ষা চাই দয়াল ভাণ্ডারীরে
 ভিক্ষার হাত আছি পেতে তব ভাণ্ডারে ।।
 সিন্ধুতে রহমানী খোদার তাহার দয়ার ভাণ্ডার
 ভিক্ষার বুলি মোদের পুরাও দয়া করে ।।
 নফসের বেড়া জালে বন্দী আমি দেহের মাঝে
 দয়া ভিক্ষা চাইগো আমি মুক্তি পাইতে রে ।।
 তোমার দয়া পাওয়ার আশায় স্মরণ করি তোমায় সদায়
 স্মরণ করলে সামনে থাকো কালাম আছে তোমার রে ।।
 স্মরণ করলে চরণ মিলে আল্লাহ রাজী হয় তাতে
 বেলায়তে মোতলাকাতে কালামখানি আছে রে ।।
 ভাণ্ডারীর সেই ভাণ্ডার পাইলো অছীয়ে গাউছুলে
 রহী ওয়ারেছ রূপে পাইলো মুরশীদ এমদাদুলেরে ।।
 সাধন ভজন কায়দা কানুন নাহি জানি দাস হীনে
 মতিনের ভিক্ষার বুলি ভরে দাও দয়ায় রে ।।

৩৮নং

খোদার রঙে রঞ্জিত হও পাক কোরানের ঘোষণা
 সময় থাকতে সাধন কর নইলে সাধন হবে না ।।
 আওলীয়াদের নেই রে ভয় হাদীছ শরীফে কয়
 মরে অমর হবি করলেও মন সাধনা ।।
 সাধনা করার স্কল খুলছে গাউছু আজম মওলানা
 সেই স্কুলে ভর্তি হতে টাকা কড়ি লাগে না ।।
 বায়াত হলো ভর্তির নিয়ম জিকির হলো সাধনা
 বরজখ নিয়ে জিকির করলে কলবে ময়লা থাকবে না ।।

তেলোয়াতে অজুদ উসলে ছাব্বা সেই স্কুলের মূল শিক্ষা
ইনসানে কামেল হবে সফল হবে সাধনা ।।
বায়াত ছাড়া যে মরে মৃত্যু তার মূর্থতার রে
সাধন করতে নাও যে জেনে হাদীছ শরীফের বর্ণনা ।।
দেলা ময়নার ঘোষণা মূলে হীন মতিন যাই বলে
শিক্ষা দীক্ষা দিচ্ছেন তথায় শাহে এমদাদ মওলানা ।।

৩৯নং

নুরী মওলা মাইজভাণ্ডারী দয়াল এমদাদ মওলানা
তোমার তুলনা তুমি ভবেতে নাই তুলনা ।।
আওলাদে রসুল তুমি নায়েবে রসুল তুমি
আহলে বায়াত তুমি অছী পাউছের নুর নিশানা ।।
হাদীছ শরীফে আছে রসুল করিম ফরমাইয়াছেন
আহলে বায়াতকে মানলে পথহারা হবে না ।।
ভাণ্ডারীর তরিকার ধারা বরজখ ধ্যানে জিকির করা
নিছবতে ছখিনা হবে দায়েম হলে বরজখথানা ।।
হেদায়াতে এরশাদী হেকমতে তরগীবী
যুগল ধারাতে শিক্ষা দিচ্ছে এমদাদুল হক মওলানা ।।
খোদার প্রতিভু তুমি ভাণ্ডারীর রুহী ওয়ারেছ তুমি
সাধন হতে সদা মোরা ধ্যানি তোমার বরজখ থানা ।।
দাস মতিন বিনয় করি নুরী এমদাদ মওলাজী
তোমার নুরী কদমের ছায়া হাশরে মোদের ঠিকানা ।।

৪০নং

দয়াল মওলা মাইজভাণ্ডারী তুমি রূপেতে নিরঞ্জন
তোমার ছানী রূপে প্রকাশ এমদাদ মওলা ধন ।।
ভবে যখন তিনি এলেন বাবাজান কেবলার নজরে পড়লেন
গদী হইতে নেমে এলেন দেখিতে নুরের নিশান ।।
হানাতী মজহাব মতে সুন্নতে এজমা ফতোয়াতে
ময়না তানে গদী দিয়ে সাজ্জাদানশীন করিলেন ।।
শাহানশাহ্ তান হাতটি ধরে বসাইলেন অছীর পাক চেয়ারে
পাশে তিনি দাঁড়িয়ে থেকে মূলের স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন ।।

শরীয়ত আর তরীকত হাকীকত আর মাযারেফাত
 এমদাদুলে জারী আছে গাউছে ধনের সর্বগুণ ।।
 পাক কোরান আহলে বাযাত রসুল পাকের দুই নেয়ামত
 হারাইবে না পথ ধরে রাখলে আছে হাদীছে বর্ণন ।।
 শজরার ধারা মূলে দীন হীন মতিনে বলে
 আহলে বাযাত হলো মুরশীদ এমদাদ মওলাধন ।।

৪১নং

আমার গাউছে মাইজভাগুরীর শরবত তোরা কে কে খাবি আয়;
 রুহী ওয়ারেছ রূপে খাওয়ায় আমার এমদাদ মওলানায় ।।
 অছী-এ গাউছুলের বেশে, দোয়ার মেহেরাবে বসে;
 গাউছিয়তের শরবত খাওয়ায় গোপন ইশারায় ।।
 সেই শরবত যে পান করেছে, কশফ তাহার খুলে গেছে;
 মূর্দা কলব জিন্দা হইছে মওলাজীর দয়ায় ।।
 সেই শরবত পানে মত্ত হয়ে, জীন ও ইনছান জজ্বা হালে;
 আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করে বেছশ হইয়া যায় ।।
 সেই শরবতের এমন যাদু, অসাধু হইল সাধু;
 এক লহমায় ছায়ের করে আলম আরোয়ায় ।।
 অধম মতিনে বলে, গাউছিয়তের শরবত খেলে;
 অমর পুরে পৌছাই দিবে আমার এমদাদ মওলানায় ।।

৪২নং

আমরা তোমার গোলাম হতে চাই-
 এমদাদ মওলারে-
 আমরা তোমার গোলাম হতে চাই ।।
 এমদাদ মওলারে-
 আহমদ উল্লাহর অছী যিনি,
 তাঁহার অছী হইলা তুমি ।
 তোমার গোলামী করলে
 আহমদ উল্লাহ্ দিবেন ঠাই ।।

এমদাদ মওলারে—

কোন রাহে গোলামী করব;

কোন রাহেতে রাজী করব,

কোন সাধনে পাবো তোমায়

সাধনের পথ জানা নাই ।।

এমদাদ মওলারে—

তোমার গোলাম যে হইয়াছে,

নিছবত তোমার লাভ কইরাছে ।

কলবে তার ফুইটা উঠছে

নূরুরী রোশনাই ।।

এমদাদ মওলারে—

অধম মতিন বিনয় করি,

এমদাদ মওলা মাইজভাণ্ডারী;

তোমার গোলাম করতে আমায়

চরণ তলে দিও ঠাঁই ।।

৪৩নং

কি দিয়া ভজিব তোমার চরণ— এমদাদ মওলা ধন,

আমি কি দিয়া ভজিব— তোমার চরণ ।।

অ—মওলা ধন,

দেলা ময়নার দরজা তুমি— আহমদ উল্লাহর উছিলা তুমি,

ওরে দয়াল মুর্শিদ আমার ।

এই ভবেতে বিরাজ তোমার— হইয়া রূপে নিরঞ্জন (এমদাদ মওলা ধন) ।।

অ—মওলা ধন,

ভজিলে চরণ তোমার— সফল জনম হইবে তাহার,

ওহে দয়াল মুর্শিদ আমার ।

মরণের সংকট কালে— পাইবে তোমার দরশন (এমদাদ মওলা ধন) ।।

অ—মওলা ধন,

মুর্শিদেবী চরণ ভজন— আশেক হওয়ার মূল ধন,

ওহে দয়াল মুর্শিদ আমার ।

সদা সত্য জানিতে মন— বলে সূফী সাধুগণ (এমদাদ মওলা ধন) ।।

অ-মওলা ধন,
 ভজনের রীতিনীতি- না শিখিলাম আজ অবধি,
 ওহে দয়াল মুর্শিদ আমার ।
 হেলায় হেলায় কাল যে গেল- কখন তোমার করব রে সাধন (এমদাদ মওলা ধন) ।।

অ-মওলা ধন,
 অধম মতিন করে বয়ান- ভজিলে এমদাদ মওলার চরণ,
 রোজ হাসরে তুরাইবেন- হইয়া রূপে গাউছ ধন (এমদাদ মওলা ধন) ।।

৪৪নং

হৃদের মাঝে-

এসো এসো মুর্শিদ মওলা	প্রাণ নাথ আমার ।
হৃদ মন্দিরে আসন নিয়ে	দান কর দীদার ।।
হৃদ মন্দিরের দুয়ার খুলি	কর জোড়ে দাঁড়াই আছি ।
আসন গ্রহণ কর	কৃপাতে তোমার ।।
দীদারের মোহতাজ আমি	তুমি প্রভু করুণাময়ী ।
পরশেতে পূর্ণ কর	করুণায় তোমার ।।
কোন সাধনে পাব দীদার	জানা নাইতো এই অভাগার ।
ইশারাতে দেখাইয়া দাও	প্রাণ সখা গো আমার ।।
দীদার তোমার লাভ করিলে	নূরে এলাহী নসীব হবে ।
রুহানীতে ছায়েব করবে	মহিমায় তোমার ।।
খোদার রহস্য রূপে	প্রকাশিলা এই ভবে ।
আল্লাহ রাসুল অছী গাউছুল	মাঝেতে তোমার ।।
গাউছের রহস্য অছী	অছীর রহস্য তুমি ।
দরজা-এ-অছীয়ে গাউছুল	লকব তোমার ।।
মতিনের এই মিনতি	দয়াল এমদাদ মওলাজী,
দীদারে কবুল কর	চরণে তোমার ।।

৪৫নং

কোন সাধনে পাব তোমায়

দয়াল এমদাদ মওলানা।

অবুঝ গণ্ড-মূর্খ মোরা, সাধন ভজন জানি না।।

গাউছে পাকের নুরেরী পুতুল,

দেলা ময়নার প্রাণের বুলবুল;

মওলা শাহে এমদাদুল, আশেকের প্রাণের ভাবনা।।

তোমার মাঝে আল্লাহ্ রাসুল,

তোমার মাঝে অছীয়ে গাউছুল।

তোমার বরজখ ধ্যানে থাকি, এক ছাড়া দুই দেখি না।।

আউয়ালে আখেরে তুমি,

জাহেরে বায়তুনে তুমি।

স্বর্গ সুখ নাহি চাহি, তোমার ভাবে দেওয়ানা।।

তোমার নুরী চরণে পড়ি,

অধম মতিন বিনয় করি।

দাসগণকে শিখাইয়া দাও লাহুতী প্রেমের সাধনা।।

৪৬নং

মুরশীদের সজরা জানা চাই

মুরশীদের জরা জানা চাই।

সজরা বিহীন পীর ধরিলে

কোন ফায়দা নাই।।

সজরা ছাড়া পীর ধরা

শূন্যে শূন্যে যোগ করা।

যোগ ফল শূন্য-হয় রে

জানিও সবাই।।

পীর ছাড়া পীর

ধর্মীয় বাঁধন হারা ফকির।

দেলা ময়না লিখিয়াছেন

মূলতত্ত্বে ভাই।।

সজরায়ে আহমদীয়া

কাদেরীয়া মাইজভাণ্ডারীয়া।

তরীকতে সর্বোত্তম সজরা

জেনে নাও সবাই।।

ঐ সজরার প্রথমেতে

রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঐর নামটি আছে।

দুই-এতে হজরত আলী

চারেতে হোসাইন রে ভাই।।

ক্রমধারার ১৮-তে

আবদুল কাদের জিলানী আছে।

আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী

৩৭ ক্রমধারায়,

৩৮-এ দেলাওর হোসাইন

৩৯-এ এমদাদুল হক।

দুই জন গাউছুল আজমের নাম

এ সজরায় পাওয়া যায়।।

বর্ণিত শজরার মূলে

অধম গোলাম মতিন বলে,

শাহে এমদাদুলের হাতে বায়াত নিলে

হকের দেখা পাওয়া যায়।।

৪৭নং

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী- নূরে আলম মওলানা ।

তোমার নূরের আলোর ছটায় জগতবাসী দিওয়ানা ।।

আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ-

তোমার নূরে খেলা করি দেলা ময়না মাইজভাগুরী,

রেখে গেলেন পর্দা করি এমদাদুল হক নিশানা ।।

আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ-

সেই নিশানে বিরাজ করে গাউছুল আজম এতেবারে ।

তাহার মাঝে আছে মিশে জাতে পাকে দেলা ময়না ।।

আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ-

দুই দেখনা, দুই জেনোনা দেলা ময়নার ঘোষণা ।

শাহে এমদাদুলের মাঝে অছীয়ে গাউছের ঠিকানা ।।

আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ-

বহুর বিনাশ সাধন করি, একেতে যেন আসতে পারি ।

কবুল কর অ মওলাজী, হীন মতিনের প্রার্থনা ।।

আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ-

৪৮নং

মাইজভাগুর আদবের মোকাম বলিয়াছেন গাউছে ধন

হাসনাইন কো আদব করো আছে যে ঘোষণা তান ।

নবীর থেকে না করিও নিজের কণ্ঠ উচু কখন

আল্লাহতায়লা ফরমাইয়াছেন খুলে দেখো পাক কোরান ।।

বন্দেগীতে জান্নাত মিলে আদবেতে আল্লাহ মিলে

বু আলী দাক্কাক ছাহেব নিজ পাক কালামে বলে যান ।।

আদব নাইরে যাহার তৌহীদ ঈমান নাইয়ে তাহার

হযরত শায়খু জালাল এই বাণীটি রেখে যান ।।

কামালের দরবারেতে হাজির হও আদবেতে

বলিয়াছেন মসনবীতে মওলানা রুমী ধন ।।

আদব শিক্ষার স্কুল খুলছে গাউছুল আজম মাইজভাগুরে

সেথা হতে সৃষ্টি হচ্ছে অলী কুতুব আবদালগণ ।

শজরার ধারার মূলে দীন হীন মতিনে বলে

শিক্ষা দীক্ষা দিচ্ছেন তথায় শাহে এমদাদ মওলা ধন ।।

৪৯নং

উদয় হইলো উদয় হইলো উদয় হইলোরে
 মাইজভাণ্ডারে নুরের শশী উদয় হইলোরে ।।
 আবদুল্লাহ হতে নুর বাহির হইলো মাটিতে পড়ে দুই খণ্ড হইলো
 ভাণ্ডারের আকাশে একটি উদিত হইলোরে ।।
 গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী সেই খণ্ডের অধিকারী
 ত্রিভুবনে তান নুরের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়লোরে ।।
 রসুলকে যে দেখিয়াছে হকের দেখা সে পাইয়াছে
 অলীয়ে কামেলের মাঝে রসুলের নুর আছেরে ।।
 গাউছের মাঝে যে ফানা হইলো নুরে নুরায়ীত হইলো
 ফানাফির রসুল হয়ে ফানাফিল্লাহ হইলো রে ।।
 ফানা হইতে তান মাঝে ভর্তি হওরে তান জ্বল
 নফসে ইনসানী থেকে রহে ইনসানীতে পৌছে যাবেরে ।।
 রুহী ওয়ারেছ হওয়ার মূলে সেথায় পড়ায় এমদাদুলে
 মতিন বলে হবে সাধন তান দামানে এলেরে ।।

৫০নং

আমার এমদাদ মওলা মাইজভাণ্ডারী নুরে আলা নুর-রে
 নুরে মোহম্মদীর ধারা তানেতে জারী আছে-রে ।।
 খোদার নুরে রসুলুল্লাহ তান নুরে গাউছুল-রে
 গাউছুলের নুরে দেলা ময়না তান নুরে এমদাদুল-রে ।।
 নুরী শাল পড়াইয়া ময়না গদী দিল-রে
 যোগ্যতম ঘোষণা দিয়ে রুহী ওয়ারেছ করলো-রে ।।
 বদন তাহার নুরের বাহার নুরের অভা ঝরে-রে
 নুরী হাসির চমক দেখায় মাতাইল বিশ্বকুল-রে ।।
 ভাণ্ডারীর নুর আসনে বসি বিলাই নুরের ছটারে
 নুরের সরবত খাওয়ান তিনি গোপন ইশারাতে-রে ।।
 নুরী সরবত যে খাইলো নুরের মানুষ হইলো-রে
 মতিনে বলে সরবত খেতে এলো তান দামানে-র ।।

৫১নং

খোদার প্রেমিক বানাইতে গাউছুল আজম মওলানা
 মাইজভাণ্ডারে খুলিয়াছে প্রেমিক তৈরীর কারখানা ।।
 প্রেমই এবাদতের মূল প্রেমেতে মিলবে আল্লাহ রসুল
 প্রেমহীন ইবাদতে সাধন সফল হবে না ।।
 খোদার প্রেমিক যারা হাশরে ভয় পাবে না তারা
 হাদীছেতে বলা আছে চিন্তা তাদের থাকবে না ।।
 যে না জনলো প্রেমের মর্ম কিবা তার ধর্ম কর্ম
 বিফল তার আসা যাওয়া মক্কা আর মদীনা ।।
 যে না পিয়ে প্রেমের সরাব সে কি বুঝবে প্রেমের স্বাদ
 খোদার প্রেমের সরাব পিয়ে কামেল হলো বহুজনা ।।
 আল্লাহর প্রেমে রসুল মশগুল তাহার প্রেমে হইলো গাউছুল
 গাউছুলের প্রেমে ময়না তাহার প্রেমে এমদাদ মওলানা ।।
 এমদাদ মওলা মাইজভাণ্ডারী আমরা তোমার প্রেম ভিখারী
 মতিনেরে কবুল করো সিফতে রহীম রাক্বানা ।।

৫২নং

দয়া কর দয়া কর দয়া কর মাইজভাণ্ডারী
 তোমার দয়ার আশে ধরিয়াছি চরণ তরী ।।
 ত্রাণকর্তা লকব তোমার রহমানী সিফত খোদার
 দোজাহানের বাদশা তুমি পাপী তাপীর কাণ্ডারী ।।
 খোদার দয়ার ভাণ্ডার হাতে তে আছে যে তোমার
 ভাণ্ডার হতে মোদের তরে কর দয়া বর্ষণ বারি ।।
 তোমার দয়া পেতে টাকাকড়ি নাহি লাগে
 ঘইস্যা ডাইলের ফুল হাতে পাবে নতি স্বীকার করি ।।
 তোমার দয়ার ভাণ্ডার হতে কেউ ফিরে না খালি হাতে
 যার যার যোগ্যমত যায়রে নিয়ে পাত্র ভরি ।।
 দয়ার ধারা রাখতে জারী ময়নারে দিল খবরদারী
 শজরামূলে তাহা পাইলো এমদাদ মওলা মাইজভাণ্ডারী ।।
 দীন হীন মতিন কান্দি পাইতে দয়া কিঞ্চিৎখানি
 দয়ার দৃষ্টি হানো করজোরে মিনতি করি ।।

৫৩নং

অমরপুরে চাইলে যেতে উঠরে ভাই রেলগাড়ীতে
 গাড়ীর টিকেট পাওয়া যাবে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর হাতে ।।
 কাদেদরীয়া মাইজভাণ্ডারী তরিকাতে নিলে বায়াত তান হাতে
 টিকেট তুমি পেয়ে যাবে উঠিতে ভাই রেল গাড়ীতে ।।
 মঞ্জিলে মকছুদে পৌছতে বায়াতের শর্ত হবে মানতে
 সে সব শর্ত না মানিলে নাহি পারবে সেথা যেতে ।।
 চুরি করা মিথ্যা বলা শিরিক কাজ নাহি করা
 বায়াতের শর্তমতে এইসব তোমায় হবে ছাড়তে ।।
 রোজা রাখবে নামায় পড়বে তৌফিকে হজ্ব আদায় করবে
 প্রতি ওয়াক্ত নামায় শেষে লা ইলাহা হা জিকির হবে করতে ।।
 গাউছে পাকের সজরা মতে তাহার অছীর ঘোষনাতে
 বায়াত দেওয়ার ক্ষমতা এখন শাহে এমদাদ মওলার হাতে ।।
 অধম মতিনে বলে অমরপুরে চাইলে যেতে
 এমদাদ মওলার দামন ধরে আমল করো শর্তমতে ।।

- : সমাপ্ত :-